রণিত স্কুল এন্ড কলেজ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লিখন

১. নতুন অতিথি এসেছে সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু ঐ দুষ্টু হাতিটার সে কী তুলকালাম কাণ্ড খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার

২. এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ হাতি ভাবল পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে আমি পারব না কেন সেও নদীতে নেমে পড়ল প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান তাকে ধ্বংস করতে নেই ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয় বন্যা খরা ইত্যাদি ।- সুন্দরবনের প্রাণী

৩. তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে তবু জল খেতে পায় না এরকম কোথাও শুনেছেন

৪. একই দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য এটাই বাংলাদেশের গৌরব সবাই সবার বন্ধু আপনজন এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক

৫. ভাবো তো কৃষকের কথা তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে ভালোবাসতে হবে সবাই আমাদের আপনজন

৬. এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর গন্ডার ছিল ছিল হাতি ছিল বুনো শুয়োর এখন এসব প্রাণী আর নেই তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়

৭. সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী জীবজন্তু

৮. সে অনেক অনেক দিন আগের কথা চারদিকে তখন কী সুন্দর সবুজ বন ঝোপঝাড় আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া এ রকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকত লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে

৯. মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে কী করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায় শিখছে সেইসব কায়দাকানুন ও দিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত

১০. দুরন্ত এক কিশোর নাম নূর মোহাম্মদ শেখ বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান নাটক থিয়েটার আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ

১১. অবাক হলাম পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইলিশ পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই তেমনি সাদা আঁশ লাল ঠোঁট

১২. আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না মামার কাছে জানতে চাইলাম আমার মামা বললেন আজকাল ও রকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে

১৩. মামাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কীসের হাঁড়ি মামা বললেন এটা শখের হাড়ি শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাড়িতে রাখা হয় তাই এর নাম শখের হাঁড়ি তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই সুন্দর

১৪. পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও প্রদান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে হত্যা করে বহু সাংবাদিককে পঁচিশ মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক সংবাদ অফিসে আগুন দেয়

১৫. কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটেস্নান করতে যান কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো এসে তাকে বলে রানির যদি দাসীর দরকার হয় তবে সে দাসী হবে

১৬. সুচবিঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে চিনচিন করে জ্বলতে থাকে গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে কে তাকে বাতাস করে কে তাকে দেখে

১৭. নকল রানি বানায় পিঠা সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না এমনই বিস্বাদ দুঃখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি মোহনবাঁশি পিঠা

১৮. সর্বনাশ ঘটেছে রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনিত সুচ রাজা কথা বলতে পারেন না শুতে পারেন না খেতেও পারেন না

১৯. অন্যায় তো হয়েছেই দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি তবে জল চাচ্ছেন কেন ঝুড়িতে করে কি জল নেয় লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়

২০. দেখুন মশাই কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাবো তা ভেবে পাইনে বলি বার বার করে যে বলছি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে তবু জল খেতে পায় না এ রকম কোথাও শুনেছেন

২১. আচ্ছা থাক এখন নাই বা খেলেন পরে খাবেন আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার

২২. সে সব স্থানের নাম হয়তো তোমরা জান যেমন ময়নামতি মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর এগুলো কোনটি হয়তো তোমরা দেখেও থাকবে

২৩. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই হবে জল শুনছেন তো

২৪. তুমিও যেমন আর হিসেব করবার লোক পাওনি ও হতভাগা জানেই বা আর কী ওর যে দাদা আছে খালিশপুরে চাকরি করে

২৫. আচ্ছা বাবা গাছ ভেঙ্গে গেলে ওদেরকে কাটলে ব্যাথা পায় না ছেলের কথা শুনে মা হাসেন বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওযার চেষ্টা করেন

২৬. তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন হে আল্লাহ আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌছে দিতে পেরেছি

২৭. তোমরা নিশ্চয় জলপ্রপাতের কথা শুনেছ জল প্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল নিজের দেশে নয় বিদেশের মাটিতে কানাডায় গিয়েছি

২৮. বিশ্ব ভূমন্ডল বড়ই বিচিত্র কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি

২৯. বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম চলো নায়াগ্রা চলো নায়াগ্রা আহ্ দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে

৩০. ১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আহ্বান করেন এ সম্মেলন কাগমারি সম্মেলন নামে খ্যাত এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশ বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ

৩১. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরী করলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ এটাই নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা তাঁর এ কেল্লার সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চার পাঁচ হাজার

৩২. দুই জনের জন্মদিন নিয়ে ওদের মা বাবার এক একটি গল্প আছে ওদের মা রাহেলা বলে যেদিন রুমার জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল এতো ফুল নাকি কখনোা দেখেনি রাহেলা বানু

৩৩. হালুম বাঘ মামা সেও হাতিটার ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না বনের সবাই ভয়ে তটস্থ শঙ্কিত

৩৪. একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায় লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল বলল আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী আপনিই আমাদের রাজা

৩৫. হাতি ভাবল পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে আমি পারব না কেন সেও নদীতে নেমে পড়ল কিন্তু মস্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী

৩৬. উদ্দেশ্য একজন নন অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন শত্রুদের এরকম একটা ধারণা দেওয়া সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে

৩৭.গ্রামের নাম আনন্দপুর মামার বাড়ি কথায় আছে মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি আসলেই তাই

৩৮. মামা বললেন এটা শখের হাঁড়ি শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয় তাই এর নাম শখের হাঁড়ি তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই সুন্দর

৩৯. মামা বললেন এত সুন্দর নকশা দেখছ রং দেখছ এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন

৪০. মাথার বোঝা নামিয়ে কাঞ্চনমালা যান ছুটে তার কাছে বলেন লাখ লাখ সুচ চাও তো আমি দিতে পারি এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতার পুঁটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে

৪১. তেতো তিতু তিতুমীর শুনতে বেশ অবাক লাগছে তাই না

৪২. দুই বোন মা বাবার আদরের ছায়ায় বড় হয় স্কুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে ফড়িং ধরে আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়

উত্তরমালা

১. নতুন অতিথি এসেছে সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দুষ্টু হাতিটার সে কী তুলকালাম কাণ্ড! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার।

২. এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

৩. প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয় – বন্যা, খরা ইত্যাদি।

৪. তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

৫. একই দেশ অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক।

৬. ভাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, সবাই আমাদের আপনজন।

৭. এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর গন্ডার ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

৮. সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্তু।

৯. সে অনেক-অনেক দিন আগের কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দর সবুজ বন, ঝোপঝাড়। আর দিগন্তে ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের ছোঁয়া। এ রকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকত লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে।

১০. মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে। কী করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দাকানুন। ও-দিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব।

১১. দুরন্ত এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ।

১২. অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রুপালি ইশিল। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট।

১৩. আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ও রকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে।

১৪. মামাকে জিজ্ঞেস করলাম-এটা কীসের হাঁড়ি? মামা বললেন, এটা শখের হাড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই তো সুন্দর।

১৫. পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলোও। প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পঁচিশ মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা 'দৈনিক সংবাদ' অফিসে আগুন দেয়।

১৬. কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো। এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তা সে দাসী হবে।

১৭. সুচবিঁধা শরীর ব্যথায় টনটন করে চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

১৮. নকল রানি বানায় পিঠা। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না, এমনই বিস্বাদ! দুঃখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশি পিঠা।

১৯. সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনিত সুচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না।

২০. অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি-তবে জল চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

২১. দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাবো তা ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি – তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এ রকম কোথাও শুনেছেন?

২২. আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন – পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন – আমি খুশি হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার।

২৩. সে সব স্থানের নাম হয়তো তোমরা জান, যেমন – ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর। এগুলো কোনটি হয়তো তোমরা দেখেও থাকবে।

২৪. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষন করলে হয় – হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনছেন তো?

২৫. তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিশপুরে চাকরি করে।

২৬. আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙ্গে গেলে, ওদেরকে কাটলে ব্যাথা পায় না? ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন।

২৭. তাঁর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌছে দিতে পেরেছি?

২৮. তোমরা নিশ্চয় জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জল প্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি।

২৯. বিশ্ব-ভূমন্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎজলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি।

৩০. বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা,চলো নায়াগ্রা। আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

৩১. ১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহ্বান করেন। এ সম্মেলন 'কাগমারি সম্মেলন' নামে খ্যাত। এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ।

৩২. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরী করলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ। এটাই নারিকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা'। তাঁর এ কেল্লার সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চার-পাঁচ হাজার।

৩৩. দুই জনের জন্মদিন নিয়ে ওদের মা-বাবার এক একটি গল্প আছে। ওদের মা রাহেলা বলে, যেদিন রুমার জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এতো ফুল নাকি কখনো দেখেনি রাহেলা বানু

৩৪. হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শঙ্কিত।

৩৫. একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা।

৩৬. হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল। কিন্তু মস্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী!

৩৭. উদ্দেশ্য– একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করছেন, শত্রুদের এরকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

৩৮.গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি। আসলেই তাই।

৩৯. মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই সুন্দর।

৪০. মামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ-এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন।

৪১. মাথার বোঝা নামিয়ে কাঞ্চনমালা যান ছুটে তার কাছে। বলেন, লাখ লাখ সুচ চাও তো? আমি দিতে পারি। এ কথা শুনে সেই মানুষ ঝটপট তার সুতার পুঁটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে হাঁটা ধরে।

৪২. তেতো, তিতু, তিতুমীর। শুনতে বেশ অবাক লাগছে তাই না?

৪৩. দুই বোন মা-বাবার আদরের ছায়ায় বড় হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীর সঙ্গে গেঁথে রাখে। ফড়িং ধরে। আবার আকাশে উড়িয়ে দেয়।